১. ব্যাঘ্র-জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, লুম্বিনি উদ্যানে রাজা শুদ্ধোদন ও রানি মহামায়ার পুত্র-রূপে জন্ম নেবার আগেও গৌতম বুদ্ধ নানা রূপে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল বোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্বকে নিয়ে পাঁচশো পঞ্চাশটিরও বেশি গল্প আছে। এই গল্পগুলিকে বলে জাতকের গল্প বা জাতক-কাহিনি। বুদ্ধদেব নিজেই তাঁর শিষ্যদের এই গল্পগুলি বলেছিলেন। এইরকমই একটি গল্প এখন পড়বে।

পুরাকালে একসময় বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন বোধিসত্ত্ব কোনও এক বনে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর বনের সীমানার কাছেই অন্য এক বনে ছিলেন আর এক বৃক্ষদেবতা। ঐ বনে ছিল একটা বাঘ এবং একটা সিংহ। তাদের ভয়ে ঐ বনে কেউ যেত না। গাছ কাটত না। এমনকি সেদিকে ফিরেও তাকাতে সাহস করত না।

বাঘ আর সিংহ বনে যত রকমের হরিণ পেত, মেরে খেত। আর সবটা মাংস খেতে না পেরে খানিকটা জঙ্গলে ফেলে চলে যেত। ফলে সেই পচা মাংসের দুর্গন্ধে সমস্ত বন দুর্গন্ধময় হয়ে থাকত।

বোধিসত্ত্বের পাশের বনের বৃক্ষদেবতা তেমন বুদ্ধিমান ছিলেন না। সবকিছু বিচার করে তিনি ভাবতেও পারতেন না। তিনি একদিন বোধিসত্ত্বকে বললেন, 'মশাই, এই বনে বাঘ আর সিংহের ঝামেলায় ত আর পারা

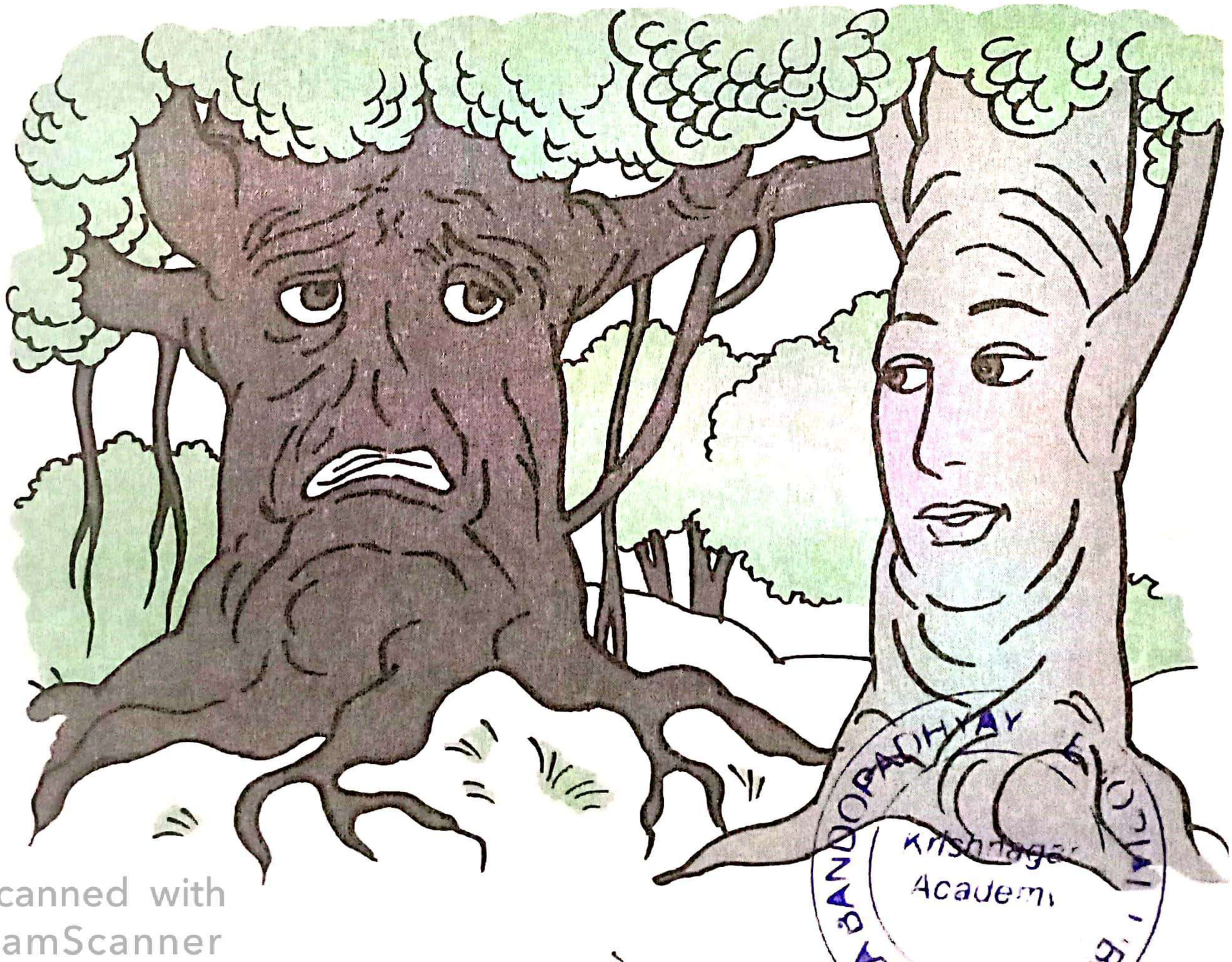

Scanned with CamScanner

যায় না। চারদিকে পচা মাংসের গন্ধে এমন অবস্থা যে টেকা দায়। আমি বরং এদের বন থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করি।'

ওই বৃক্ষদেবতার কথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শোন, তোমার এ রকম ভাবাটা ঠিক নয়। আসলে এই বাঘ ও সিংহ আছে বলেই আমাদের বনে মানুষের হাত পড়ে না। বাঘ সিংহের ভয়ে তারা এখানে আসতে সাহস করে না। যদি ওরা চলে যায়, তাহলে মানুষেরা আর ওদের ডাক শুনতে না পেয়ে দলে দলে এই বনে আসবে। গাছ কেটে কেটে এই জঙ্গল সাফ করে ফেলবে। সমস্ত জমিতে চাষবাস করবে। বনভূমি বলে আর কিছুই থাকবে না। তাই বাঘ সিংহকে বন থেকে তাড়াবার কথা ভেবো না।'

কিন্তু বৃক্ষদেবতাটি বোধিসত্ত্বের উপদেশ কানে নিলেন না। তিনি একদিন এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে বাঘ সিংহকে খুব ভয় দেখালেন। তাঁর ওই বিকট মূর্তি দেখে বাঘ সিংহ বেজায় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সেই জঙ্গল ছেড়ে।

এদিকে মানুষজন সে জঙ্গলের কাছ দিয়ে যাবার সময় আর বাঘ বা সিংহের ডাক শুনতে পায় না। তাদের পায়ের ছাপও দেখতে পায় না। কয়েকদিন পর তারা বুঝতে পারল যে, ওখানে আর বাঘ সিংহ নেই। ফলে, লোকেরা দা-কুড়ুল নিয়ে চলে এল। বনের একটা অংশ কেটে ফেলল।

এটা দেখেই বৃক্ষদেবতার টনক নড়ল। তিনি বুঝলেন যে, বোধিসত্ত্ব ঠিকই বলেছিলেন। বন ত আর থাকবে না। তিনি ছুটলেন বোধিসত্ত্বের কাছে। বললেন, 'সৌম্য! আমি তোমার কথামতো কাজ করিনি। ভয় দেখিয়ে বাঘ সিংহকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এখন তারা চলে গেছে জানতে পেরে মানুষ বন কাটতে আরম্ভ করেছে। সৌম্য, তুমি বলে দাও এখন আমি কী করব?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'সেই বাঘ আর সিংহ অমুক বনে গেছে। তুমি এখন সেই বনে যাও। তাদের ডেকে নিয়ে এস।'

বোধিসত্ত্বের কথামতো বৃক্ষদেবতা সেই বনে গেলেন। বাঘ সিংহকে ফিরে আসার জন্য করজোড়ে অনুনয় করতে থাকলেন :

এস ব্যাঘ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে,
ব্যাঘ্রহীন বনে বল থাকিব কেমনে?
ব্যাঘ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিবে না আর;
তোমাদের সেই বন হবে ছারখার।

— ভাই বাঘ, বনে ফিরে চল দয়া করে। তোমরা না থাকলে এই বন আর থাকবে না। লোকেরা বন কেটে উজাড় করে দেবে।

বাঘ সিংহ ত সে-কথা শুনলই না, উলটে বৃক্ষদেবতাকে বলল, 'তুমি দূর হও। আমরা আর সেখানে যাচ্ছি না।'

কাজেই বৃক্ষদেবতা একাই বনে ফিরে গেলেন। এদিকে লোকেরাও কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বন কেটে চাষবাস শুরু করে দিল।

Scanned with CamScanner